যুগান্তর

তারিখ ... 23 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

বইমেলা আয়োজনে জাতীয় কমিটি

বাংলা ভাষা যখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজ অবস্থান প্রায় স্থায়ী ও সংহত করতে চলেছে, তখন প্রকাশনায় বিষয়ের দৈন্য প্রত্যাশিত নয়।

মহান একুশে উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী বইমেলা উপলক্ষে যুগান্তর আয়োজিত 'ভাবনা বিনিময়' অনুষ্ঠানটি যথার্থই সময়োপযোগী। বাঙালির প্রাণের মেলা বা উৎসব যা-ই বলি না কেন, বইমেলা সফল করার পেছনে পাঁচটি পক্ষ আছে। পক্ষগুলো হচ্ছে— বাংলা একাডেমী, প্রকাশক, গণমাধ্যম, লেখক এবং পাঠক। মূলত বইমেলার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হল সৃজনশীল লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটি নিবিড় সখ্য ও সেতুবন্ধন গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ, প্রকাশক ও গণমাধ্যম অনেকটা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। সেক্ষেত্রে গোলটেবিল বৈঠকে বইমেলাকে আরও আকর্ষণীয়, সুন্দর, সুষ্ঠু, সমন্বিত, শান্তি-শৃংখলাপূর্ণ সর্বোপরি সফল করে তোলার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে যে একটি শক্তিশালী জাতীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে, তা সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ। সময় কম বলে এবার হয়তো তা সম্ভব হবে না। তবে আগামীতে সরকার, বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ, প্রকাশক মহল ও সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে তা চিন্তা-ভাবনার খোরাক জোগাতে পারে অবশ্যই।

মহান একুশে বইমেলা দেশের একটি অন্যতম জাতীয় উৎসব। নিবিড় পাঠসহ জ্ঞানভিত্তিক একটি দেশ ও জাতি গঠনে তা অত্যন্ত সহায়ক ও ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে। তদুপরি মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষিত হওয়ায় এর বিশ্বজনীন আবেদন বেড়েছে আরও বহুগুণ। এবার বইমেলার থিম ঠিক করা হয়েছে ভাষা আন্দোলন। মহান একুশের ৬০তম বার্ষিকী উপলক্ষে এ বিষয়টিও তাৎপর্যপূর্ণ বৈকি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিয়মিত পরিচর্যা ও নির্মিতিতে বাংলা একাডেমী কাজ করে চলেছে প্রতিনিয়ত। সম্প্রতি তারা বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়নসহ প্রমিত বানানরীতি অনুসরণে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। বিভিন্নমুখী অভিধান প্রণয়নেও বাংলা একাডেমীর অবদান অনস্বীকার্য। তবে প্রতি বছর মাসব্যাপী বইমেলা আয়োজন করতে গিয়ে একাডেমীর নিজস্ব কাজকর্মও কম-বেশি বিঘ্নিত হয়ে থাকে। বইমেলা আয়োজন করতে গিয়ে প্রতি বছর নানা অপ্রিয় ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্টল বরাদ্দ নিয়ে পর্যন্ত মতদ্বৈধতা হয় নানা নাটক। প্রতিষ্ঠিত ও সুখ্যাত প্রকাশকদের বাইরেও অনেক ভুঁইফোড় প্রকাশক নিছক দলীয় বিবেচনায় স্টল বরাদ্দ পেয়ে থাকে, যা কাম্য নয় কোন অবস্থায়ই। সর্বোপরি এটি মূলত বইমেলা হলেও, শেষ পর্যন্ত এর চরিত্র আর বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রবল আপত্তি রয়েছে মেলার পরিসর, স্টল সংখ্যা ও বরাদ্দ এবং স্থান সংকুলান নিয়েও। গত কয়েক বছর ধরেই বইমেলার পরিসর বাড়ানোর দাবি তীব্র হয়ে উঠেছে। অনেকে মেলা ময়দান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠকে সম্ভাবনাময় উপযোগী মনে করেন। নিরাপত্তার দিকটি নিশ্চিত করা গেলে বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে অবশ্যই। প্রথমদিকে তেমন না জমলেও ফেব্রুয়ারির দশদিন পর থেকেই মেলা জমে ওঠে প্রবল জনসমাগমে। এ সময় প্রবেশপথ ও বহির্গমন নিয়েও সময় সময় বিশৃংখলা দেখা দেয়। মেলার পরিসর বাড়ানো হলে এই জটিলতা কমে আসতে পারে অনেকাংশে। সর্বোপরি বাংলা একাডেমীর ওপর থেকে চাপ অনেকাংশে কমিয়ে আনতে আগামীতে বইমেলা পিপিপি তথা প্রাইভেট-পাবলিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেও আয়োজন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এদেশীয় প্রকাশকদের এগিয়ে আসাই বাঞ্ছনীয়। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতাকেন্দ্রিক বইমেলার আয়োজনে স্থানীয় পাবলিশার্স গিল্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে, একুশের বইমেলায় বিষয়বৈচিত্র্যের বড়ই অভাব। মেলা উপলক্ষে প্রধানত সৃজনশীল গল্প-উপন্যাস-কবিতার বই প্রকাশিত হয়। অধিকাংশই আবার মানসম্মত নয়। বাংলা ভাষা যখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজ অবস্থান প্রায় স্থায়ী ও সংহত করতে চলেছে, তখন প্রকাশনায় বিষয়ের দৈন্য প্রত্যাশিত নয়। এ অবস্থায় দেশীয় প্রকাশকদের বিষয়বৈচিত্র্য ও বইয়ের মানের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। গুরুতে পাঁচটি পক্ষের সুষ্ঠু সমন্বয়ে একটি সফল ও সার্থক বইমেলার যে কথা আমরা বলেছি, এবার তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে বলেই প্রত্যাশা।